দৈনিক ইনকিলাব . 136

তারিখ 09 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

২৬শে বৈশাখ, ১৩৯৪ সন

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ঢাকা
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ভালো ছাত্র হতে হলে—

'পড়ো' এই শব্দটি কোরান শরীফের প্রথম ঐশীবাণী। পড়ো অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ কর। জ্ঞানই শক্তি। একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে তার সত্তা উপলব্ধিতে সাহায্য করে, কর্তব্য নির্ধারণে সহায়ক হয় এবং জীবন পথে চলতে নির্দেশ করে। আজকের দুনিয়ায় দৃষ্টি দিলে এই সত্যটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা শীর্ষস্থানীয়, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য ক্ষমতায় তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে খ্যাতিলাভ করেছে। সাধারণত ছাত্ররাই হয় আগামী দিনে দেশের নেতা, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, বীর সেনানী, ব্যবসায়ী ও উপযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা। আর এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানার্জন। জাতির জীবনে এটি বয়ে আনে রেনেসাঁ। তাই শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন হলো আমাদের মেরুদণ্ড। এ জন্যই জাতির অস্তিত্ব প্রশ্নে একদা চার্চিল বলেছিলেন, "জাতিকে শিক্ষা দাও। যে জাতি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে তার কখনও ধ্বংস হবে না।"

সন্তানেরা ভাল ছাত্র হোক এটি সকল অভিভাবকেরই ঐকান্তিক কামনা। তবে ভাল ছাত্র আপনা আপনি গড়ে উঠবে এইরূপ ধারণা করা সমীচীন নয়। সে জন্য বহুমুখী অনুকূল ব্যবস্থা প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা কি আমরা দিতে পারি? তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এমন এক সঞ্জীবনীধারা আনতে হবে যার সংস্পর্শে ছাত্রদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটবে। এজন্য ছাত্রদেরকেও নিজ নিজ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক মনোযোগী হতে হবে। হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক হেনরী জেমসের কথায় বলা যায়, "যদি তুমি ভাল ফল পেতে আগ্রহী হও, তবে একাগ্রতার সংগে করণীয় কাজ করো"।

প্রত্যেকের ভিতর যে শক্তি, ক্ষমতা এবং যোগ্যতা রয়েছে সে সম্পর্কে নিজেদের পুরোপুরি ধারণা থাকে না। আর কোন মানুষই ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায় না। কর্মময় জীবনে নানা অনুশীলনীর মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়। আব্রাহাম লিংকন অতি সাধারণ অবস্থা হতে আমেরিকার সব চেয়ে বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে। মাত্র বছরখানেক স্কুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল লিংকনের।

কোন স্কুল শিক্ষকের কাছে আর পাঁচটা ছাত্রের মত স্বাভাবিক নিয়মে তিনি পড়াশোনা করতে পারেননি। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায় দ্বারা নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। আমাদের দেশেও অনেক ছাত্রের মধ্যে সে ধরনের প্রতিভা হয়তো লুকিয়ে রয়েছে। একবার এক যুবক লিংকনের কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলো, ভাল ছাত্র হতে হলে কি করতে হবে। উত্তরে লিংকন বলেছিলেন, "যদি তুমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করো যে, তুমি ভালো ছাত্র হবে তা হলে তোমার অর্ধেক কাজ এগিয়ে গেল। বাকী অর্ধেক নির্ভর করবে তোমার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের উপর"। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসনও বলেছিলেন, "প্রতিভার ৯৮ ভাগ হলো পরিশ্রম, আর বাকী ২ ভাগ হলো প্রেরণা"। তবে প্রথম দিকে কিছুটা দুর্বলতা ভয়ভীতি কোন কোন ছাত্রকে সামান্য পরাস্ত করে ফেলতে পারে ঠিকই কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশ্রমের ফলে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, মনের উদ্দীপনা ফিরে পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বিশ্ববরেণ্য মনস্তত্ত্ববিদ প্রফেসর জেমস রবিনসন-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছিলেন যে, "কোন ছাত্রেরই শিক্ষার ফলাফল কি হতে পারে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। পরীক্ষায় ভাল ফললাভের জন্য সারা দিনের ভেতরে কাজের সময়টিতে ঠিকমত নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন ও অধ্যয়নে ব্রত হলে তার পরিণতিতে যে ভাল ফলাফল হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই"।

ভাল ছাত্র হওয়ার জন্য তাই নিজেকে সাহসী হতে হবে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সাহসী করতে পারলেই সাহসী হওয়া সম্ভব। ভাল ছাত্র হওয়ার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলন। কোন অবস্থাতেই আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না। মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমাকে ভাল ছাত্র হতেই হবে। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারলে ভাল ছাত্র হওয়ার আশা করা দুরাশা নয়।

—মোঃ এখলাসুর রহমান